কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ ... কলাম ... ২ ......

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যরাতে ছাত্রী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর ▷

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীরা গত শনিবার মধ্যরাতে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় তারা ছাত্রীনিবাসের কয়েকজন কর্মচারী এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলে যাওয়া কয়েকজন শিক্ষককে আটকে রাখে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ হাসিনা হলের আবাসিক ছাত্রীরা ৫০০ টাকা করে মাসিক খাবার খরচ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেয়। ছাত্রীদের অভিযোগ, প্রভোস্ট নিগারিন সুলতানা আগামী মাসের টাকা ৩১ আগস্টের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকলেও এই টাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। অন্যদিকে ক্যান্টিনের বাটি (তরকারির পাত্র) হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় এক ছাত্রীকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরই প্রতিবাদে ছাত্রীরা গভীর রাতে মিছিল শুরু করে। খবর পেয়ে উপাচার্য পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে ঘটনাস্থলে পাঠান। ওই শিক্ষকরাসহ কয়েকজন কর্মচারীকেও ছাত্রীরা প্রভোস্টের রুমে আটকে রাখে। এ সময় তারা হলে ভাঙচুর চালায়। পরে ঘটনাস্থলে উপাচার্য ড. আব্দুস সাত্তার গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। তিনি বলেন, 'ছাত্রীরা ভুল করেছে। তারা প্রভোস্টের কক্ষ ভাঙচুর করেছে। ছাত্রীরা প্রয়োজনে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত। কিন্তু তারা তা না করে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ কর্মকর্তা হায়াতুজ্জামান মুকুল বলেন, 'উপাচার্য ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষকদের মুক্ত করে পরিস্থিতি শান্ত করেছেন।' ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, 'প্রভোস্ট নিগারিন সুলতানা আমাদের কোনো কথা শোনেননি। তিনি আমাদের ওপর তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে জুলুম চালিয়েছেন।'

কপোতাক্ষ বাঁচানোর দাবিতে স্মারকলিপি

কপোতাক্ষের উজানে নদী সংযোগ, ভাটিতে সাগর পর্যন্ত পলি অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন। রবিবার দুপুরে যশোরের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর এ স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দুপুরে কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলনের নেতাকর্মীরা যশোর টাউন হল ময়দানে সমাবেত হয়।